প্রথম আলো

তারিখ 28 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ছাত্রানং রাজনীতি তপঃ

বা ঘা তেঁ তু ল

সৈয়দ আবুল মকসুদ

বঙ্গীয় শিক্ষাব্যবস্থায় চৌদ্দ আনা সাফল্য অর্জিত হয়ে গেছে। বাকি ছিল দুআনা। এবার ষোলোকলা পূর্ণ হতে যাচ্ছে। অধিপতি দলের ছাত্রসংগঠন মাধ্যমিক স্কুলে কমিটি গঠন করার জন্য তার সব সাংগঠনিক ইউনিটকে ফরমান জারি করেছে। ২১ নভেম্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ এই ফরমান জারি করে। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত ফরমানে বলা হয়েছে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে' মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হলো। কমিটি গঠন-সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংগঠনের একজন সম্পাদককে।

সুস্পষ্ট নির্দেশ, তবে আপাতত স্বস্তির কথা এই যে প্লে গ্রুপ বা কেজি ওয়ান থেকে নয়, বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক শ্রেণি থেকেও নয়, ছাত্রসংগঠনের কমিটি গঠিত হবে মাধ্যমিক স্কুলে। মাধ্যমিক স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। এই পাঁচটি শ্রেণিতে নাবালক-নাবালিকা এবং সাবালক-সাবালিকা দুই ধরনের ছাত্রছাত্রীই লেখাপড়া করে। নাবালক অবস্থা থেকেই যদি কেউ দলীয় রাজনীতির মধুর স্বাদ পায়, পরবর্তী জীবনে তার আর কোনো ব্যাপারে কোনো রকম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সিভির একেবারে শুরুতেই থাকবে: উজ্জ্বলুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক ভিপি/জিএস, পাঁঠাপুর তরমুজ আলী উচ্চবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ। এই পদবির পরে চাকরি-বাকরিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তার পরীক্ষার ফলাফল বা যোগ্যতার ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এমন বুকের পাটা কার?

ছাত্রসংগঠনটির স্কুল কমিটি গঠিত হবে কী প্রক্রিয়ায়? কেন্দ্রীয় কমিটি ও কলেজগুলোর কমিটি যেভাবে গঠিত হয়, সম্ভবত সেভাবেই। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের প্রার্থী জনা দশেক। অবধারিতভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হওয়ার কথা এলাকার প্রভাবশালী নেতার অমেধাবী ছেলে বা মেয়েটির। কোনো কারণে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে তা না হয়ে যদি অন্য কেউ হয়, তাহলে আগ্রহী যারা হতে পারেনি তারা বলে বেড়াবে, 'ওর বাপ তো ছিল রাজাকার'। যদিও একাত্তরে ওর বাবার বয়স ছিল সাড়ে তিন মাস।

কমিটি গঠিত হওয়ার পর তার অভিষেক অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের জন্য টাকার দরকার। উত্তম উপায় চাঁদা তোলা। চাঁদাবাজিতে হাতেখড়ি একেবারে শৈশবেই। কমিটির নেতারা আশপাশের বাজারে দোকানদারদের কাছে যাবে। কিসমত আলীর মুদি দোকানে বেচাকেনা খুবই কম। তার কাছে যে চাঁদা দাবি করা হবে, সারা মাসে তার বিক্রিও অত টাকা নয়। কেষ্ট ঘোষের মিষ্টির দোকান কোনো রকমে চলে। চাঁদা চাইতে গিয়ে প্রথমে দলবল নিয়ে নেতারা তার দোকানে গিয়ে দাঁড়ায়। সভাপতি ভাঙা চেয়ারটায় বসে। একজন বলে, 'কাকা, আপনের দোকানের মিষ্টি নাকি খুব খারাপ হইয়া গেছে?' কেষ্ট ঘোষ বলেন, 'কেডা কয়? খাইয়া দ্যাখো না।' ওই দিনের সব মিষ্টি তখনই সাবাড়।

অভিষেক অনুষ্ঠানের সভাপতি কোনো মাননীয় মন্ত্রী। এলাকার এমপি তাতে গোস্‌সা। দলের অন্য নেতাও আছেন। মঞ্চে প্রধান অতিথির দুই পাশে কে বসবেন তা নিয়ে বচসায় হাতাহাতিতে হাত ভাঙবে একজনের। অনুষ্ঠানের দিন প্রথম সারিতে বসা নিয়ে যে ব্যাপার ঘটবে তাতে প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো বসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে না। স্বল্পপাল্লার মিসাইলের মতো সভাকক্ষে ছোড়াছুড়ি হবে। তাতে কতজন রক্তাক্ত হবে তা বলা মুশকিল। ছেলের অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংস্কৃতিক সম্পাদকের মায়ের একটি চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে।

শিশুকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের যা শেখানো দরকার তা হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। তারা যেন অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতে শেখে

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে পেয়েছে ৭ এবং ইংরেজিতে ১১ নম্বর। সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় পরীক্ষা ভালো হয়নি। অঙ্কের শিক্ষক ননী বাবুর বাজারে একটি ছোট হোমিওপ্যাথ দোকানও আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল সে দোকান তছনছ। ওষুধের শিশি-বোতল সব রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ইংরেজির শিক্ষক মীর উম্মত আলীর বিরুদ্ধে স্কুলের দেয়ালে কুৎসিত পোস্টার। নেতাকে ক্লাস নাইনে প্রমোশন না দিলে প্রধান শিক্ষকের চাকরি থাকে না। নেতার বাবা স্কুলে গিয়ে হেড স্যারকে বললেন, ও তো এসএসসিতে জিপিএ-ফাইভ পাবেই। ইংরেজি পরীক্ষার দিন পেট খারাপ হইছিল।

এক দলের ছাত্রসংগঠন স্কুলে কমিটি গঠন করলে অন্য দলের সংগঠন বসে থাকবে না। তারাও কমিটি গঠন করবে। বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের দ্বারা ভরে যাবে স্কুল প্রাঙ্গণ। পরশউল্লা মুন্সী উচ্চবিদ্যালয়ের পাশেই গোলবানু গার্লস হাইস্কুল। সেখানেও কমিটির সভাপতি আছে, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদক আছে। কর্মকাণ্ড যার যার বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র এলাকায়। পরশউল্লার অফিস সহকারীর ছাগল গোলবানুর দপ্তরির ঢ্যাঁড়সের গাছ খেয়ে ফেলেছে। অবোধ প্রাণী বোঝেনি কী হতে পারে তার পরিণতি। সে মিটিয়েছে ক্ষুধার জ্বালা। পরিণামে দুই স্কুলের ছাত্রনেতারা মেটাবে ক্রোধের জ্বালা। পরশউল্লার উঠতি পুরুষদের বাহুতে জোর বেশি। সুতরাং ভাঙচুরটা গোলবানুতেই বেশি হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন: ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ—ছাত্রদের পড়ালেখাই তপস্যা। এ যুগের আপ্তবাক্য: ছাত্রানং রাজনীতি তপঃ। তাদের দেওয়া হচ্ছে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে হিংসার রাজনীতিচর্চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না তিন দশক, ছাত্রসংগঠনের কমিটি গঠনের উদ্যোগ উচ্চবিদ্যালয়ে। বঙ্গজননীর সন্তানেরা সবকিছু বাদ দিয়ে মেতে থাকবে নষ্ট রাজনীতি নিয়ে।

শিশুকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের যা শেখানো দরকার তা হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। তারা যেন অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতে শেখে। যুক্তি দিয়ে কথা বলা এবং অন্যের যুক্তি মেনে নেওয়ার মানসিকতা। জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের আশাবাদী করে তুললেই ভবিষ্যতে তৈরি হবে ভালো নেতৃত্ব—স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে। ছাত্রসংগঠনের কমিটি গঠন করে তা হবে না।

● সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।